20

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 26 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে অবস্থিত দেশের উচ্চতর কৃষি শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বেড়ে উঠেছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য এক অশনি সঙ্কেত বয়ে আনছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতার শুরুটা হয় ১৯৮০ সালের শেষ দিকে, তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর একেএম আমিনুল হক এর নিয়োগের পর থেকেই, যা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এরশাদ আমলে ১৯৮৮ সালে এমন এক ব্যক্তি উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন, যাঁর একমাত্র যোগ্যতা ছিল তিনি এরশাদের নিকটাত্মীয়। এরশাদের পতনের পর একই ধারাবাহিকতায় নিয়োগ লাভ করেন এমন এক ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠতার তালিকায় যাঁর অবস্থান ছিল ৪০-এর পর। সীমাহীন দুর্নীতি আর দুইজন ছাত্র হত্যার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ১৯৯৬-এর নবেম্বরে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। পরবর্তীতে বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগ লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে কিছুটা হলেও আশার আলো সঞ্চার করে। কিন্তু, আশা ভঙ্গের জন্য খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই উপাচার্য মহোদয় মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। সীমাহীন দুর্নীতি আর আর্থিক অনিয়মের কারণে সিন্ডিকেট কর্তৃক কয়েকবার সেন্সর করার পরও এককালীন ছাত্রনেতা এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে উপাচার্য মহোদয় কোন ব্যবস্থাই নিতে পারছেন না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদে এমন এক ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন, যিনি '৭৫ এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খুনী মোশতাকের অনুসরণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোক্র্যাটিক ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে অবশ্য একজন "খাঁটি বঙ্গবন্ধু প্রেমিক" হিসাবে প্রমাণ করার জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে এতই শক্তিশালী মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সকল কার্যক্রমে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সদাসর্বদা তৎপর থাকেন। তাঁর এহেন কার্যকলাপে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বেশিরভাগ শিক্ষক ক্ষুব্ধ হলেও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে তিনি দাপটের সাথেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে এ চিঠির বিষয়গুলোকে কেউ তুলে ধরবেন কি-না জানি না। তবে কোনভাবে যদি তা আপনার দৃষ্টিতে আসে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি দেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার একমাত্র এ বিদ্যাপীঠকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবেন।

সুদীপ
এ ১৭/২, আবাসিক এলাকা
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।